Sem-V DSE-I

Life and Culture in Pre-Colonial Bengal: Prehistoric times to mid 18th century.

বঙ্গদেশ - পরিচয়

দেশ ও জাতির বস্তুর ইতিহাস জানতে হলে প্রথমেই আমাদের সেই দেশের সঠিক ভৌগোলিক পরিচয় সম্পর্কে অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বঙ্গদেশের সংস্কৃতি ও জীবন চর্চা আলোচনা প্রসঙ্গে এই দেশের সঠিক প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক সীমা বিষয়ে আলোচনা একান্তই প্রয়োজন। কেন না যে দেশের রাষ্ট্রীয় সীমানা এবং প্রাকৃতিক সীমা সর্বদা এক নাও হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বর্তমান বাংলা দেশের পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণ সীমা- কোন প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা নির্দিষ্ট নয়। ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমা নির্ণয় হয় প্রথমত, ভূ-প্রকৃতিগত- সীমাদ্বারা, দ্বিতীয়ত: এক জনত্ব দ্বারা এবং তৃতীয়ত ভাষার একত্ব দ্বারা। সাধারণ ভাবে নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক সীমার বেষ্টনীর মধ্যেই জাতি ও ভাষার একত্বতা গড়ে উঠে। প্রাচীন বঙ্গদেশের ক্ষেত্রেও এরকম টাই ঘটেছিল। তবে এই জনত্ব ও ভাষার একত্বতা কখনোই একদিনে গড়ে ওঠেনি। বাঙলার বিভিন্ন জনপদ রাষ্ট্র তাদের প্রাচীন পুন্ড্র, গৌড়, সুহ্ম, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল ইত্যাদীর ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র লুপ্ত করে এক অখন্ড ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যে আবদ্ধ হল এবং বিভিন্ন নাম পরিহার করে এক বঙ্গ বা বাঙলা নামে অভিহিত হতে শুরু করল তখন থেকেই বাঙলার ইতিহাসের প্রথম পর্ব অতিক্রান্ত। প্রাচ্যদেশীয় প্রাকৃত ও মাগধী প্রাকৃত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গিয়ে এবং অপভ্রংশ পর্ব পারিয়ে বাংলা ভাষা যখন তার যথাযথ আদিম রূপ প্রকাশ করল তখন বঙ্গদেশের আদিপর্ব প্রায় শেষের দিকে। এই জন ও ভাষার ঐক্য-বৈশিষ্ট্য নিয়েই বর্তমান-

বঙ্গদেশ। ~~এই~~ ~~সেই~~ এই দেশ চতুর্দিকে বিশিষ্ট ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা আবদ্ধ। বর্তমান রাষ্ট্রীয় সীমানা হয়তো সেই প্রাকৃতিক ~~সীমাকে অনুসরণ করেনি~~ ইঙ্গিত অনুসরণ করেনি। কিন্তু ইতিহাস এর নিয়ম অনুযায়ী ঐতিহাসিককে সেই ইঙ্গিতকে মেনে চলতে হয়।

প্রাচীন বঙ্গদেশের সীমানা :

নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমা সমন্বিত, জাতি ও ভাষার ~~একত্ব~~ একত্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজকের ~~আমাদের~~ যে বঙ্গদেশ, সেই দেশের উত্তর সীমায় সিকিম এবং হিমালয়-কাঞ্চনজঙ্ঘার অবস্থান। তার নিম্ন উপত্যকায় বাংলার উত্তর দিকের জেলা দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির অবস্থান। এই দুই জেলার পশ্চিমে নেপাল পূর্বে ভূটান রাজ্যসীমা। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আমলে আমরা দেখেছি নেপাল তার রাজ্যের পূর্ব দিকে উত্তরতম প্রত্যন্ত দেশ। দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি - কোচবিহার এই তিনটি জেলাই প্রধানত পার্বত্য কৌম দ্বারা গঠিত। কোচ, রাজবংশী, ভোটিয়া সকলেই ভোট ব্রহ্ম জনের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা। কিন্তু বলা বাহুল্য উত্তর-পূর্ব দিকে রংপুর কোচবিহারের বর্তমান রাষ্ট্রসীমা কিন্তু প্রাকৃতিক সীমা নয়, সেই সীমা একেবারে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নদই প্রাচীন কালে পুন্ড্র-বর্ধন ও কামরূপ রাজ্যের যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম সীমা নির্দেশ করত। ঐতিহাসিক কালের প্রায় সমস্ত সময় জুড়েই ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ উপত্যকা ভূমিতে কামরূপের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রভুত্ব বিস্তৃত ছিল। এই হিসাবে বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার অধিকাংশই পুন্ড্রবর্ধনের সীমাভুক্ত ছিল বলেই অনুমান করা যায়।

বাংলার পূর্ব সীমায় উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ, মধ্যে গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান শৈলমালা। গোয়ালপাড়া জেলার মতো-শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলার কিছু অংশের লোকজন বাংলা

ভাষায় কথা বলত, সামাজিক স্মৃতিশাসন, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও বাঙলা ভাষা ভাষীর, জন ও জাতও বাঙালীর এবং বাঙলার। তাছাড়া বরাক ও সুরমা নদীর উপত্যকা মেঘনা-উপত্যকারই (মৈমনসিং-ত্রিপুরা-ঢাকা) উত্তর অংশ। এই দুই উপত্যকার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমা কিছু নেই। এই কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে পূর্ব বাঙলার কয়েকটি জেলা যেমন ত্রিপুরা ও পূর্ব মৈমনসিং জেলার সংস্কৃতি সহজেই শ্রীহট্ট-কাছাড়ে বিস্তার লাভ করতে পেরেছিল। শ্রীহট্টের দক্ষিণে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণি এই দুই জেলা থেকে শ্রীহট্ট কে পৃথক করেছে। ত্রিপুরার উত্তরে ও পূর্বে ত্রিপুরা শৈলমালা পার্বত্য চট্টগ্রামকে ত্রিপুরা থেকে আলাদা করেছে। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাংলা-দেশকে লুসাই জেলা এবং ব্রহ্মদেশ থেকে আলাদা করেছে। এই কারণেই এই দুটি শৈল শ্রেনি বাঙলার পূর্ব-দক্ষিণ সীমানাকে নির্দেশ করে।

বাঙলার বর্তমান পশ্চিম-সীমানা নির্দেশ করছে মালদহ ও দিনাজপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিম সীমা। অথচ প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই সীমা দক্ষিণে গঙ্গার তট ধরে একেবারে বর্তমান দ্বারভাঙ্গা জেলার পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দ্বারভাঙ্গা শব্দ তো দ্বারবঙ্গ (বা বঙ্গের দ্বার) এই শব্দেরই আধুনিক বিকৃত রূপ। তাছাড়া ভূমি-প্রকৃতিতে যা প্রাচীন ভাষায় উত্তর বিহার ও মিথিলার সাথে উত্তরবঙ্গ বা গৌড়-পুন্ড্র-বরেন্দ্রীর পার্থক্য কিন্তু অল্পই। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে বাঙলার পন্ডিতদের কাছে মিথিলা বিদ্যা-সংস্কৃতির অন্যতম তীর্থ হিসাবে পরিচিত ছিল। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বাঙালীর পরমপ্রিয় কবি ছিলেন। উত্তর-বঙ্গ ও উত্তর বিহারের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন তৈরী হয়েছিল মধ্যযুগে। প্রাচীন কালে এরকম কোন বন্ধন ছিল না। এই দুই ভূমির মধ্যে প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান কিছু নেই। গঙ্গানদী উত্তর বিহারের দক্ষিণ সীমা ধরে, রাজমহল পাহাড়ের ভিতর দিয়ে, মালদহের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা ঘেঁষে বাঙলাদেশে প্রবেশ করেছে। রাজমহল ও গঙ্গার দক্ষিণে বর্তমান সাঁওতাল পরগনা প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ের উত্তর পশ্চিম দিকের অংশ। ভবিষ্যপুরাণে এই ভূমিকেই বলা হয়েছে অজলা

উষর, জঙ্গলময় ভূমি। ইউয়ান-চোয়াঙ এই ভূমিকেই কজঙ্গল বলে বর্ণনা করেছেন। সপ্তম শতকে রাজা জয়নাগের বপ্প-ঘোষবাট পট্টোলীতে ঔদুম্বরিক বিষয় নামে একটি ক্ষুদ্র জনপদের উল্লেখ আছে। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ঔদম্বর সরকার ~~পূর্ণিয়া~~ পূর্নিয়া সরকারের দক্ষিণ সীমা থেকে শুরু করে একেবারে মুর্শিদাবাদ-বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজমহল ঐ ঔদম্বর সরকারের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং রাজমহল ও সাওতাল পরগনার কিছু অংশ যে বাঙলার অন্তর্গত ছিল তা নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না।

বাঁকুড়ার পশ্চিম সীমায় মানভূম জেলা ~~এখনকার বিহারের~~ প্রাচীন মল্লভূমি-মানভূমেরই অংশ। ছোটনাগপুর শৈল-শ্রেণি এই দিকে প্রাচীন বাঙলার সীমা। ভাষা, ভূ-প্রকৃতি, সমাজ ও কৌম বিন্যাসে সাঁওতাল পরগনার সঙ্গে যেমন উত্তর বীরভূম এর যোগাযোগ ঠিক তেমনই মানভূমের সাথে বাঁকুড়ার-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। দক্ষিণে মেদিনীপুরের পশ্চিম-দক্ষিণ সীমায় বালেশ্বর জেলা ওড়িশার অন্তর্গত এবং সিংহভূম বিহারের। এই দুটি জেলারই কিছু কিছু অংশ ভাষায়, ভূ-প্রকৃতিতে, সামাজিক সংস্কৃতিতে এবং কৌমবিন্যাসে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি, সদর ও ঝাড়গ্রাম এর সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। রাজমহল থেকে এক অনুচ্চ শৈলশ্রেণি এবং গৈরিক পার্বত্যভূমি দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝড়, বালেশ্বর স্পর্শ করে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই শৈলমালা ও গৈরিক মালভূমি ই বাঙলার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সীমা।

বাঙলার দক্ষিণ সীমানায় বঙ্গোপসাগর এবং তার উপকূল ঘিরে মেদিনীপুর-চব্বিশ পরগনা-খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুরার দক্ষিণতম প্রান্ত-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম এর সমতটভূমি সবুজ বনভূমি আবৃত। এই জেলাগুলির বেলাভূমির নিম্ন অঞ্চল গড়ে উঠেছে অসংখ্য নদ-নদী বাহিত পলিমাটি এবং সাগর বাহিত বালুকারাশির সমন্বয়ে। এই গঠনকার্য সম্পন্ন হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কালে এবং কিছুটা ঐতিহাসিক কালপর্বে।

এখন বাঙলার সীমানা সংক্ষিপ্তভাবে নির্দিষ্ট করতে হলে বলতে হয়, উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় সংলগ্ন নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য। উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা। উত্তর পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি। পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া, জৈন্তিয়া, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম শৈলশিরা হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রপর্যন্ত। পশ্চিমে রাজমহল - সাঁওতাল পরগনা - ছোটনাগপুর - মানভূম - ধলভূম - কেওঞ্জর - ময়ূরভঞ্জের শৈলময়, অরণ্যময় মালভূমি। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রাকৃতিক সীমানার মধ্যেই প্রাচীন বাঙলার গৌড় - পুন্ড্র বরেন্দ্রী - রাঢ় - সুহ্ম - তাম্রলিপ্তি - সমতট - বঙ্গ - বঙ্গাল - হরিকেল প্রভৃতি জনপদ লক্ষণীয়। এছাড়াও ভাগীরথী - করতোয়া - ব্রহ্মপুত্র পদ্মা - মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদনদী বিধৌত বাঙলার গ্রাম, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার এই সীমানার মধ্যে আবৃত। এই - ভূখন্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মসংস্কৃতির উৎস এবং ধর্ম - কর্ম - নর্মভূমি।